৬ষ্ঠ পাঠ

মানব জাতি ঃ স্রষ্টার মানব প্রজাকুল

মানুষের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে এ বিষয়ে নানা জনের নানা মত। দার্শনিকেরা যুক্তি উত্থাপন করেন, বিবর্তনবাদীরা তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন সমাজ বিজ্ঞানীরা তাদের দূর কল্পনার কথা বলেন। মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে অনাধ্যাত্মিক লোকদের এই রূপ ব্যাখ্যা আমাদের নিরাশ করে দেয়, কারণ তাদের বিশ্বাস দুর্ঘটনা ক্রমে মানুষ পৃথিবীতে এসেছে, তার কোন অর্থ বা উদ্দেশ্য নাই। অপর পক্ষে গীত রচয়িতা তার উৎপত্তির কথা চিন্তা করে ঈশ্বরকে বলেন, "আমি তোমার স্তব করিব, কেননা আমি ভয়াবহরূপে ও আশ্চর্যরূপে নির্মিত ; ·· তোমার চক্ষু আমাকে পিণ্ডাকার দেখিয়াছে, তোমার পুস্তকে সমস্তই লিখিত ছিল, যাহা দিন দিন গঠিত হইতেছিল, যখন সে সকলের একটিও ছিল না (গীতসংহিতা ১৩৯ ঃ ১৪, ১৬)।

আমাদেরকে ঈশ্বরের প্রতি মূর্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। সৃষ্টিকর্তা আমাদের সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা ন্যায় পথে, সৃজনশীল ও দায়িত্বপূর্ণ পথে এই জগৎ শাসন করতে পারি। তিনি আমাদের বুদ্ধি, অনুভূতি দিয়েছেন, এবং নৈতিকভাবে দায়িত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দিয়েছেন। আমাদের এত কিছু করবার সামর্থ্য থাকা সত্বেও আমরা আমাদের স্বাভাবিক দানগুলির অপব্যবহার করতে ও এ সমস্তের দাতাকে অস্বীকার করতে পারি। কেবলমাত্র ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বাধ্যতার মাধ্যমে আমরা আমাদের যোগ্যতার বিকল্প ঘটাতে পারি। কিন্তু অবাধ্যতা আমাদিগকে আমাদের ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে দেয় না বরং তা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতকে নষ্ট করে।

আগের পাঠে আমরা আত্মাদের জগৎ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছি। এখন আমরা ঈশ্বরের আরেক শ্রেণীর প্রজা, অর্থাৎ মানব জাতি সম্পর্কে

অধ্যয়ন করব। এই পাঠে ব্যবহৃত **মানুষ** এবং **মানব জাতি** এই কথাগুলির দ্বারা স্ত্রী এবং পুরুষ—মানব জাতির এই উভয় পক্ষকে বুঝান হয়েছে। এই পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি নিজেকে আরও ভালভাবে বুঝতে পারবেন এবং যারা ঈশ্বরের সর্বময় শাসনের অধীনে আসে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং অধিকারগুলি কি তা আরও পরিষ্কারভাবে জানতে পারবেন।

পাঠের খসড়া ঃ

মানুষের উৎপত্তি
মানুষের স্বভাব
মানুষের অমরত্ব

পাঠের লক্ষ্যগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

★ মানুষের উৎপত্তি, স্বভাব এবং অমরত্ব সম্পর্কে বাইবেলের ধারণাগুলি বর্ণনা করতে পারবেন।

★ মানব সত্তার গাঠনিক উপাদানগুলি সনাক্ত করতে পারবেন।

★ কোন ব্যক্তির দ্বারা কোন একটি নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

★ আপনার জীবনে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির প্রতিফলন ঘটাতে ইচ্ছুক হবেন।

শিক্ষামূলক কার্যাবলী ঃ

১। এই পাঠের পটভূমি হিসেবে আদি ১-৩ অধ্যায় পাঠ করুন। এই পাঠের মধ্যে প্রদত্ত প্রতিটি শাস্ত্রীয় দ্রষ্টব্য বের করে অবশ্যই পাঠ করুন।

২। স্বাভাবিক পথে পাঠখানি অধ্যয়ন করুন। পাঠ শেষে নিজের পরীক্ষা নিন এবং উত্তর মিলিয়ে দেখুন।

মূল শব্দাবলী ঃ

অমরত্ব বিবেক অভ্রান্ত উপদেষ্টা
অবিনশ্বর সহজাত প্রবণতা সাদৃশ্য

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

মানুষের উৎপত্তি ঃ

এক বিশেষ সৃষ্টি ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ মানুষ যে ঈশ্বরের এক বিশেষ সৃষ্টি যে বিবৃতিগুলির মধ্যে এর নিদর্শন পাওয়া যায় সেগুলি নির্বাচন করতে পারা।

"কিভাবে মানুষের উৎপত্তি হোল ?" এই প্রশ্নের উত্তরে বাইবেলে সুস্পষ্ট ও যুক্তি সংগত বক্তব্য রয়েছে। মানুষের উৎপত্তি, উদ্দেশ্য, এবং পরিণতির নিদর্শন বাইবেলে দেওয়া হয়েছে। বাইবেল আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে মানুষ ঈশ্বরের এক **বিশেষ সৃষ্টি**।

মানুষ অদ্বিতীয়। পবিত্র শাস্ত্র বলে যে সে ঈশ্বরের এক বিশেষ কাজের ফল ঃ "সদাপ্রভু .....এই কথা কহেন..... আমি পৃথিবী নির্মাণ করিয়াছি, ও পৃথিবীর উপরে মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছি" (যিশাইয় ৪৫ ঃ ১১-১২)। অন্যান্য শাস্ত্রাংশেও আমরা একই সাক্ষ্য পাই।

১। নীচের শাস্ত্রাংশগুলি পাঠ করে মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে সেগুলি আমাদের কি বলে প্রতিটির পাশে তা লিখুন।

ক) আদি ১ ঃ ২৭
খ) আদি ৫ ঃ ১-২
গ) আদি ৬ ঃ ৭
ঘ) আদি ৯ ঃ ৬
ঙ) দ্বিঃ বিঃ ৪ ঃ ৩২
চ) গীতসংহিতা ১০০ ঃ ৩
ছ) যাকোব ৩ ঃ ৯

অন্যান্য জীবদের সৃষ্টি করতে ঈশ্বর শুধু আদেশ করেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তা কার্যে পরিণত হয়েছে (আদি ১ ঃ ২০, ২৪ পদ দেখুন)। কিন্তু মানুষ সৃষ্টির জন্য ঈশ্বর এক বিশেষ কাজ সম্পাদন করেছেন। প্রথমে তিনি পৃথিবীর উপাদান নিয়ে মানুষ গঠন করেছেন, তার পর তিনি মানুষের নাসারন্ধ্রে ফুঁ দিয়ে তার মধ্যে জীবনবায়ু প্রবেশ করিয়েছেন (আদি ২ ঃ ৭), তাতে মানুষ এক জীবিত সত্তা হয়েছে। এই ভাবে **ঈশ্বরের শ্বাসবায়ু প্রবেশ করিয়ে** দেওয়ার ফলে মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে এমন এক **আত্মিক স্বভাব** লাভ করেছে যার ফলে আদি ১ অধ্যায়ে উল্লিখিত অন্য সমস্ত সৃষ্টি থেকে সে অনেক শ্রেষ্ঠ পদ মর্যাদা লাভ করেছে। তাছাড়া ঈশ্বর মানুষকে পৃথিবী শাসন ও বশীভূত করবার যে আদেশ দিয়েছেন তা এই ইংগিত করে যে সৃষ্ট জগতে মানুষ এবং অন্য সমস্ত পার্থিব জীবদের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান রয়েছে।

ঈশ্বর মানুষকে ফলবান হওয়ার **আশীর্বাদ করেছেন** (আদি ১ ঃ ২৮ ; ৫ ঃ ২) যেন সে মানব জাতি দিয়ে পৃথিবী পূর্ণ করতে পারে। তিনি পৃথিবীর অন্য সমস্ত সৃষ্ট জীব ও সমস্ত বীজ বহনকারী গাছ-পালার উপরে মানুষকে কর্তৃত্ব (শাসন পদ) দিয়েছেন। এসব থেকেও আমরা মানুষের ব্যাপারে ঈশ্বরের বিশেষ আগ্রহ দেখতে পাই।

মানুষ এবং অন্য সমস্ত সৃষ্ট জীবদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল **মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে** (আদি ১ ঃ ২৬)। অপর কোন সৃষ্টিকে ঈশ্বরের সাদৃশ্য দেওয়া হয়নি, একমাত্র মানুষকেই ঈশ্বরের মত করে তৈরী করা হয়েছে। আমরা এই পাঠে পরে দেখতে পাব যে ঈশ্বরের সাথে মানুষের এই সাদৃশ্য **দৈহিক নয়,** তা এক **নৈতিক এবং আত্মিক সাদৃশ্য।**

মানুষ এবং পশুদের মধ্যে আমরা যে বিরাট পার্থক্য দেখতে পাই তা থেকে মানুষের বিশেষ স্বভাব সম্পর্কে আমরা আরও নিদর্শন লাভ করি। আমরা এই পার্থক্যগুলির কয়েকটি সম্পর্কে আলোচনা করব।

১। মানুষ বাক্-শক্তির অধিকারী—সে এক প্রাণবন্ত ও সৃজনশীল পথে বাস্তব ও মতবাদগত এই উভয় প্রকার ধারণার আদান-প্রদান করতে সক্ষম। বাস্তব ধারণার একটি উদাহরণ হোল: **আমি পাঁচ কামরার সাদা রংয়ের একটি দালানে বাস করি।** মতবাদগত ধারণার একটি উদাহরণ হোল: **ঘৃণা করবার চেয়ে ভালবাসা উত্তম।** মানুষের চিন্তা করবার, বুঝবার, এবং বাক্যের মাধ্যমে তার চিন্তা প্রকাশ করবার ক্ষমতা আছে বলে সে অন্য লোকদের সাথে এই উভয় প্রকার ধারণার আদান-প্রদান করতে পারে। অন্য কোন প্রাণী তা করতে পারে না।

২। মানুষ সৌন্দর্য উপভোগ করতে সক্ষম। কিন্তু পশুদের কাছে একটা বাগান আর একটা জংলা জায়গার মধ্যে কোন তফাৎ আছে বলে মনে হয় না।

৩। মানুষের ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। পশুদের এই প্রকার ক্ষমতা নাই। উদাহরণ স্বরূপ, একটি কুকুর অবাধ্য হওয়ার জন্য শাস্তি গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হতে পারে। আর বার বার শাস্তি দেওয়ার দ্বারা তাকে বাধ্যতা শেখান গেলেও মুরগীর ডিম চুরি করা এবং তার বাচ্চা খাওয়া যে **নৈতিক ভাবে** অন্যায় সে জ্ঞান সে কখনও লাভ করে না।

৪। মানুষ কোন এক উর্ধ্বতন সত্তার আরাধনা করা সম্পর্কে গভীর ভাবে সচেতন, কিন্তু পশুদের আরাধনা করবার ক্ষমতা, কিম্বা ভক্তি প্রকাশের উপায় কিছুই নেই।

৫। মানুষ আগে থেকে পরিকল্পনা করতে, ভবিষ্যৎ প্রয়োজন উপলব্ধি করতে এবং ঘটনাবলীর পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম। সে নতুন স্টাইলের ঘর-বাড়ী এবং নতুন শিল্প-কলা সৃষ্টিতে আনন্দ

পায়। জীবনকে আরও সহজ-সুন্দর করে তোলবার জন্য সে সর্বদা তার পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তন সাধনে সচেষ্ট। পশুরা কিন্তু এই প্রকার সৃজনশীলতা বা দূরদৃষ্টির অধিকারী নয়। ভবিষ্যতের প্রস্তুতি হিসেবে তারা যা কিছু করে তা তাদের সহজাত প্রবৃত্তি বশেই করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, আগামী দিনের বাচ্চাদের জন্য বাসা প্রস্তুত করা পাখীদের একটি সহজাত প্রবণতা হলেও শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে তারা তাদের পূর্ব-পুরুষদের মত হুবহু একই ধরণের বাসা প্রস্তুত করে আসছে।

তাই স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে মানুষ ঈশ্বরের এক বিশেষ সৃষ্টি। সে কোন দৈব-দুর্ঘটনার ফল নয়। সে কোন নীচু স্তরের পশু থেকে **বিবর্তনের** ফলে জাত নয়। আগের একটি পাঠে আমরা দেখেছি যে, ঈশ্বর যিনি এই বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করেছেন তিনি তা ধরেও রাখেন। প্রকৃতিকে নিজের দায়িত্বে ফেলে রাখলে তার উন্নতি হয় না, বরং তা দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সুশৃংখল অবস্থার মধ্যে বিশৃংখল অবস্থার সূচনা হতে থাকে। এই জগতকে রক্ষা করবার এবং এর উন্নতির জন্য এই জগতের বাইরের ও এর থেকে শ্রেষ্ঠতর এক মস্তিষ্ক ও শক্তির প্রয়োজন। সার্বভৌম ঈশ্বরের এক বিশেষ কাজের দ্বারা সবচেয়ে বিস্ময়কর সৃষ্টি, মানুষ (কলসীয় ১ ঃ ১৬-১৭)।

২। **মানুষ যে ঈশ্বরের এক বিশেষ সৃষ্টি, নীচের কোন্ বিবৃতি গুলিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ?**

ক) যে পথে গাছ পালা ও জীব জন্তুদের সৃষ্টি করা হয়েছিল মানুষকেও সেই একই পথে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

খ) মানুষই কেবল ঈশ্বরের নিশ্বাস থেকে জীবন লাভ করেছিল।

গ) মানুষকে গাছ পালা ও জীব-জন্তুর উপরে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

ঘ) মানুষকে তাঁর সৃষ্টিকর্তার সাদৃশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

ঙ) মানুষ অন্য সমস্ত সৃষ্ট জীবদের থেকে ভিন্ন ও তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

চ) একমাত্র মানুষই উর্দ্ধতন কোন শক্তির অধীনতা থেকে মুক্ত।

মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ প্রদত্ত শাস্ত্রীয় বচনগুলির মধ্যে ঈশ্বরের সাথে মানুষের যে সাদৃশ্যের ইংগিত করা হয়েছে তা খুঁজে বের করতে পারা।

বাইবেলে আমরা এই শিক্ষা পাই যে মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে বা সাদৃশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছিল (আদি ১ ঃ ২৬-২৭; ৫ ঃ ১; ৯ ঃ ৬; ১ করিন্থীয় ১১ ঃ ৭; যাকোব ৩ ঃ ৯)। ঈশ্বরের মত মানুষও পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করতে পারে। আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ পথে উপকারী এবং সুন্দর জিনিষ সৃষ্টি করতে পারি। আমরা আমাদের নিজেদের অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে সৃষ্টির মূলনীতিগুলি আবিষ্কার করতে পারি, যা থেকে আমরা ঈশ্বরের সুন্দর সৃষ্টি কাজের নিদর্শন পাই। আরও কি কি বিষয় "ঈশ্বরের সাথে মানুষের এই সাদৃশ্যের" অন্তর্ভুক্ত? কি কি বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত নয়?

"ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে" কথাটির মানে এই নয় যে, মানুষ হুবহু ঈশ্বরের নকল। এর অন্তর্নিহিত ধারণা হোল এই যে, সে কোন কোন দিক দিয়ে ঈশ্বরের মত। ১ম পাঠে আমরা দেখেছি যে ঈশ্বর অদৃশ্য এবং তিনি আত্মা। তাই আমরা বুঝি যে ঈশ্বরের সাথে আমাদের যে সাদৃশ্য তা **শারীরিক সাদৃশ্য** নয়। তাহলে এটা কিরূপ সাদৃশ্য?

১। **ব্যক্তিত্ব।** ঈশ্বর আত্মা হলেও আমাদের মানব আত্মা তাঁর ঐশ্বরিক আত্মার সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করতে পারে, কারণ ঈশ্বরের মত আমরাও ব্যক্তি সম্পন্ন। ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধ্যমে আমরা তাঁর সাথে সহভাগিতা করতে পারি, আবার তাঁর মত আমরা অন্য লোকদের সাথেও সহভাগিতা করতে পারি।

২। **নৈতিক সাদৃশ্য।** ঈশ্বরের মত মানুষেরও ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করবার ক্ষমতা আছে। আদিতে মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্ব —তার বুদ্ধি, অনুভূতি এবং ইচ্ছা ঈশ্বরের অভিমুখী ছিল। মানুষের

নৈতিক স্বভাব ছিল ঈশ্বরের সীমাহীন নৈতিক স্বভাবেরই যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ। মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার এবং দায়িত্বপূর্ণ ভাবে কাজ করবার স্বাধীনতা ছিল। তার পরীক্ষা করা যেত, সে ভাল-মন্দের মধ্যে কোন একটিকে বেছে নেবার ব্যাপারে তার স্বাধীনতা ব্যবহারের দ্বারা বিচার অনুশীলন করতে, উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন করতে সক্ষম ছিল। প্রকৃত পক্ষে মানুষ ভাল-মন্দের মধ্যে কোন একটিকে বেছে নেবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন ছিল।

৩। **বিচার বুদ্ধি সম্পন্নতা।** মানুষ বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন, সে যুক্তি প্রয়োগ করতে এবং ঈশ্বরকে ও অন্যান্য লোকদেরকে জানতে সক্ষম। এই বিচারে ঈশ্বরের বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন তার সাথে তার সাদৃশ্য রয়েছে। একে সৃষ্টিকর্তার সাথে সাথে মানুষের মানসিক সাদৃশ্য বলেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

৪। **শাসন করবার ক্ষমতা।** কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ অনুশীলনে ঈশ্বরের সাথে মানুষের সাদৃশ্য বর্তমান। মানুষ তার চেয়ে শক্তিশালী পশুদেরও পোষ মানাতে পারে। সে নদীতে বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। সে মরুভূমিকে শস্য শ্যামল উর্বরা ভূমির সদৃশ করে। মানুষের এই ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা সমগ্র মহা বিশ্বের উপরে ঈশ্বরের আধিপত্যেরই সামান্য প্রতিফলন।

৫। **আত্ম সচেতনতা।** ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট এক ব্যক্তি সত্তা হিসেবে মানুষ আত্ম-সচেতন। অতি অল্প বয়সেই শিশু বুঝতে শেখে যে পরিবারের আর সবাইর থেকে সে এক আলাদা সত্তা। সে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তার পরিবার অথবা তার সাংস্কৃতি পটভূমি তার কাজ থেকে যা-ই দাবি করুক না কেন সে বুঝে যে সে একজন আলাদা ব্যক্তি। তার নিজস্ব স্বপ্ন, উচ্চাভিলাস, আশা-আকাংখা, ভয়-ভীতি এবং অভিপ্রায় রয়েছে। সে অপর কোন সৃষ্ট সত্তার মত নয়। অন্য সৃষ্ট জীবদের এই আত্ম সচেতনতা নেই।

৬। **সামাজিক প্রকৃতি।** ঐশ্বরিক সামাজিক প্রকৃতির ভিত্তি হচ্ছে ঈশ্বরের অনুরাগ বা তাঁর ভালবাসা। অনন্তকাল ধরে ঈশ্বর পবিত্র ত্রিত্বের মধ্যে তাঁর ভালবাসার পাত্র লাভ করেছেন। যীশু বলেছেন: "পিতা যেমন আমাকে প্রেম করিয়াছেন, আমিও তেমনি তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি·····তোমরা পরস্পর প্রেম কর, যেমন আমি তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি" (যোহন ১৫ঃ ৯, ১২)। আমরা এক সামাজিক স্বভাব লাভ করেছি বলে আমরা ঈশ্বর ও অন্যান্যদের সাথে সহভাগিতা করতে চাই এবং মৌলিক সামাজিক একক অর্থাৎ পরিবারকে কেন্দ্র করে আমাদের জীবনকে সংগঠিত করতে চাই। আমাদের স্বভাবের সামাজিক ক্ষেত্রটি থেকেই সরাসরি অন্যদের উদ্দেশে আমাদের আগ্রহ ও ভালবাসা প্রবাহিত হয়।

৩। নীচের শাস্ত্রীয় দ্রষ্টব্যগুলি বের করে পড়ুন এবং প্রতিটিতে ঈশ্বরের সাথে মানুষের যে সাদৃশ্যের ইংগিত করা হয়েছে তা উল্লেখ করুন।

ক) আদি ২ঃ ১·····

খ) ইফিষীয় ৪ঃ ২৪·····

গ) কলসীয় ৩ঃ ১০·····

ঘ) গীতসংহিতা ১৩৯ঃ ১৩-১৬·····

ঙ) রোমীয় ১০ঃ ৮-১১·····

চ) আদি ১ঃ ২৬, ২৮·····

ছ) ১ পিতর ১ঃ ১৫·····

মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে বাইবেলে এক যুক্তিপূর্ণ বিবৃতি তুলে ধরা হয়েছে। তাতে তার স্বভাব এবং যে সমস্ত সম্ভাবনা দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। তাতে সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের সাদৃশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। মানুষ যে এক অতি বিশেষ সৃষ্টি এবং সে যে অন্যান্য সৃষ্ট জীবদের থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ এ থেকে আমরা তা দেখতে পাই। বাইবেলে আমরা আরও শিক্ষা পাই যে এক নৈতিক সত্তা হিসেবে

তার শ্রেষ্ঠ পদ মর্যাদার সঙ্গে মানুষের কতিপয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও রয়েছে—যেগুলি তার অনন্ত পরিণতিকে প্রভাবিত করে—আগামী পাঠে আমরা তা দেখতে পাব।

মানুষের স্বভাব ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ মানুষের বস্তুগত ও অবস্তুগত দিকগুলির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন উক্তি সম্পূর্ণ করতে ও সেগুলির সাথে প্রদত্ত শাস্ত্রাংশ মেলাতে পারা।

মানব স্বভাব সম্পর্কে আমরা যদি পূর্ণতর জ্ঞান লাভ করি তাহলে আমাদের পক্ষে আমাদের সমস্যাবলী সমাধান করা এবং আমরা কেন স্বভাব সিদ্ধ পথে আচরণ করি তা বুঝা অনেক সহজতর হবে। একথা সত্য যে, মানুষ এক জটিল সৃষ্টি—সে এক বিস্ময়কর দেহ, এক উর্বরা মস্তিষ্ক এবং ন্যায় অন্যায় বিচার করবার ক্ষমতার অধিকারী। এগুলি তার প্রধান প্রধান বৈশিষ্টগুলির মধ্যে কয়েকটি মাত্র। এই বিবরণ আমাদের বলে যে মানুষের একটি **বস্তুগত** বা **শারীরিক** দিক আছে যা দেখা যায় এবং অদৃশ্য **অবস্তুগত** বা **অশরীরী** দিক আছে, যা দেখা যায় না বা গবেষণাগারে মাপা কিম্বা বিশ্লেষণ করা যায় না। আমরা এখন মানব স্বভাবের এই বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনা করব।

বস্তুগত (শারীরিক) দিক ঃ

আমাদের পক্ষে মানুষের বস্তুগত বা শারীরিক দিকটি সনাক্ত করা খুবই সহজ। অপর কোন ব্যক্তির যে অংশটা আমরা দেখি এটা তাই। কোন একজন ডাক্তার এই অংশটাই পরীক্ষা করেন ও এর উপরে অস্ত্রোপচার করেন। এর ওজন করা যায়, পরিমাপ করা যায় এবং গবেষণাগারে এর বিশ্লেষণ করা যায়। এই অংশটি হচ্ছে মানুষের দেহ।

শাস্ত্রে প্রায়ই মানব দেহের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, আর একে আমাদের পরিত্রাণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (রোমীয় ৮ ঃ ২৩; ১ করিন্থীয় ৬ ঃ ১২-২০)। বাইবেলে মানব দেহকে কি মূল্য দেওয়া হয়েছে? আমরা যদিও এই শিক্ষা লাভ করি যে, মানুষের দৈহিক অংশটির চেয়ে বরং তার অশরীরী অংশটিই বেশী গুরুত্বপূর্ণ (মথি ১০ ঃ ২৮), তবুও আমাদের পক্ষে দেহের অবহেলা করা বা একে জন্মগত ভাবে মন্দ বলে গণ্য করা অনুচিত। প্রেরিত পৌল বরং আমাদের বলেন যে মৃত্যুর পরে আমাদের দেহ ধ্বংস হলেও এক দিন অলৌকিক ভাবে তাদের পুনরুত্থান হবে ঃ "..... তিনি (যীশু খ্রীষ্ট) আমাদের দীনতার দেহকে রূপান্তরিত করিয়া নিজ প্রতাপের দেহের সমরূপ করিবেন..." (ফিলিপীয় ৩ ঃ ২০-২১)।

করিন্থের মণ্ডলীকে লিখতে গিয়ে পৌল বলেন যে, বিশ্বাসীদের দেহ খ্রীষ্ট দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তিনি বলেন যে, বিশ্বাসীদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির। এই কারণে তিনি খ্রীষ্টিয়ানদেরকে তাদের দেহের দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব করতে বলেন (১ করিন্থীয় ৬ ঃ ১৫, ১৯-২০)।

যীশু নিজে যখন মানব দেহ গ্রহণ করলেন তখন তিনিও একে সর্বোচ্চ সম্মান দান করেছেন। লূক লিখেছেন যে, পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে যীশু "বাড়িয়া উঠতে লাগিলেন" (লূক ২ ঃ ৪০)। প্রকৃত পক্ষে ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের লেখক বলেন যে, আমাদের সহানুভূতিশীল মহা যাজক এবং প্রায়শ্চিত্ত সাধক ত্রাণকর্তা হবার জন্য আমাদের প্রভুর পক্ষে দেহ ধারণ করা **প্রয়োজনীয়** ছিল (ইব্রীয় ২ ঃ ১৪-১৫, ১৭-১৮)।

৪। ডান পাশের শাস্ত্রাংশগুলির সাথে বাম পাশের বর্ণনাগুলি মিলান।

...ক) মানব দেহ ঈশ্বরের এক আশ্চর্য সৃষ্টি, যাকে তিনি উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন।

১। আদি ১ ঃ ২৭, ৩১

২। রোমীয় ১২ ঃ ১

...খ) যীশু মানব দেহের অধিকারী হয়েছিলেন বলে তিনি আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল মহা যাজক হতে সক্ষম।	৩। ১ করিন্থীয় ৬ ঃ ১৫, ১৯-২০
...গ) আমাদের মানব দেহ এবং এর সমগ্র অংগ প্রত্যংগকে খ্রীষ্ট দেহের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।	৪। গীতসংহিতা ১৩৯ ঃ ১৩-১৬ ৫। ইব্রীয় ২ ঃ ১৪-১৫, ১৭-১৮
..ঘ) পবিত্র আত্মার মন্দির জ্ঞানে আমাদের দেহের সম্মান করতে হবে।	৬। ১ করিন্থীয় ৬ ঃ ১৪
..ঙ) আমাদের মানব দেহকে আমাদের পরিত্রাণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	৭। ফিলিপীয় ৩ ঃ ২০-২১
.চ) আমাদের দেহকে ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র ও গ্রহণযোগ্য সেবায় ব্যবহার করতে হবে।	৮। রোমীয় ৮ ঃ ২৩ ৯। ১ করিন্থীয় ১২ ঃ ১২-২৭
.ছ) আমাদের মানব দেহ পুনরুত্থিত হবে এবং রূপান্তরিত হয়ে যীশুর মহিমান্বিত দেহের মত হবে।	

অবস্তুগত (অশরীরী) দিক ঃ

আমাদের বস্তুগত বা দৈহিক দিকটি সনাক্ত করা সহজ হলেও মানব গঠনের অবস্তুগত বা অশরীরী দিকটি বর্ণনা করা বেশ কঠিন। উদাহরণ স্বরূপ, ১ থিষলনীকীয় ৫ ঃ ২৩ পদে **প্রাণ** এবং **আত্মার** কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা দেহের সাথে একত্রে সমগ্র ব্যক্তিকে গঠন করে। কিন্তু মথি ১০ ঃ ২৮ পদে সম্ভবতঃ প্রাণকে আমাদের সমগ্র অশরীরী অংশের প্রতীক বলা হয়েছে। আমরা দু'টি অংশ না তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত? প্রাণ এবং আত্মা কি একই, অথবা এরা আলাদা?

প্রাণ এবং **আত্মা** মানুষের সমগ্র সত্তার দু'টি ভিন্ন ভিন্ন দিক অথবা এরা কি এক ও অভিন্ন জিনিষ, তা নির্ণয় করা কঠিন। আমাদের সত্তার অশরীরী দিকগুলি সম্পর্কে আরও বিশদ অনুসন্ধান কালে এই বিষয়টি স্মরণ রাখবেন।

বাইবেলের কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, মানুষ সৃষ্টি করবার সময়ে ঈশ্বর তার মধ্যে একটি মাত্র মূল উপাদান অর্থাৎ জীবন্ত প্রাণকে ফুঁ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন। অন্যান্য পণ্ডিতদের মতে মানব সত্তার অবস্তুগত দিকটির দু'টি উপাদান রয়েছে। এদের একটি হচ্ছে **প্রাণ**, যা **জৈব** জীবনের মূল উপাদান, অথবা যা আমাদের প্রাণ বায়ু দান করে ও জীবন্ত প্রাণীতে পরিণত করে। অপরটি হোল **মানব-আত্মা**, যা বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন জীবনের ভিত্তি, অথবা যা যুক্তি বিচার বা বুদ্ধির সাথে সম্পর্কিত।

৫। নীচের শাস্ত্রাংশগুলি পাঠ করুন এবং মানুষের অবস্তুগত দিকটির যে একটি অথবা দু'টি উপাদানের ইংগিত করা হয়েছে তা বলুন।

ক) আদি ২ঃ ৭ .....

খ) গীতসংহিতা ৪২ঃ ৬ .....

গ) ১ করিন্থীয় ৫ঃ ৩ .....

ঘ) ইব্রীয় ৪ঃ ১২ .....

ঙ) ১ থিষলনীকীয় ৫ঃ ২৩ .....

বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে। আপনি দেখবেন যে এদের প্রথম তিনটি ব্যক্তিত্বেরও অংশ। এগুলি হোল ঃ

১। **বুদ্ধিগত উপাদান ঃ** বুঝবার, যুক্তি দেখানোর ও স্মরণ রাখবার ক্ষমতা।

২। **আবেগগত উপাদান ঃ** অনুভব করবার ক্ষমতা, কোন ব্যক্তির তার জ্ঞান (সে যা জানে) ও অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া।

৩। **ইচ্ছা শক্তি ঃ** বাছ-বিচার করবার, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার ও কাজ করবার ক্ষমতা।

৪। **বিবেক ঃ** ন্যায় ও অন্যায় সম্বন্ধে জানা মানদণ্ডের প্রেক্ষিতে আত্ম-জ্ঞান।

ঈশ্বরের স্বভাব সম্পর্কে অধ্যয়ন (১ম পাঠ) আমরা জেনেছি যে ব্যক্তিত্বের মৌলিক উপাদানগুলি দিয়ে আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, এগুলি হচ্ছে ঃ বুদ্ধি, আবেগ এবং ইচ্ছা। এই গুণগুলির জন্যই আমরা ঈশ্বর ও অন্যান্য লোকদের সাথে এক দায়িত্বপূর্ণ ও অর্থপূর্ণ পথে যোগাযোগ করতে পারি। আমাদের দৈহিক সত্তার সমন্বয়ে এই অশরীরী উপাদানগুলি আমাদের অখণ্ড ও সম্পূর্ণ সত্তা হিসেবে জীবন যাপনে সক্ষম করে। আমরা পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণে রেখে তা থেকে আমাদের জীবন ধারণের জন্য যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করি। আমরা সঙ্গতিপূর্ণ সামাজিক পরিবেশে অন্যদের সাথে কাজ করতে শিখি। অর্থ পূর্ণ জীবন যাপন ও অনন্ত পরিত্রাণের জন্য যাবতীয় প্রয়োজন যিনি সরবরাহ করেছেন, আমাদের সেই সৃষ্টি কর্তাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই আমরা সর্বাধিক চেষ্টা করি।

আমাদের **ইচ্ছা শক্তি** এবং **বিবেক** হোল, আমাদের অশরীরী সত্তার **নৈতিক দিকটির** গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পরবর্তী অংশে আমরা এটা দেখতে পাব।

৬। পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা নিশ্চিত ভাবে জানতে পারি যে—

ক) মানুষ দেহ, প্রাণ ও আত্মা, এই তিন উপাদানে গঠিত।

খ) বাইবেলে সুস্পষ্ট শিক্ষা আছে যে মানুষ তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত।

গ) মানুষ দেহ ও প্রাণ—এই দুই উপাদানে গঠিত।

ঘ) বাইবেলের সুস্পষ্ট শিক্ষা এই যে মানুষ দু'টি অংশ নিয়ে গঠিত।

ঙ) মানুষের প্রকৃতি বর্ণনার জন্য বাইবেলে দেহ, প্রাণ, আত্মা ,প্রাণ বায়ু, এবং অন্যান্য বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু মানুষ দু'টি না তিনটি অংশ (উপাদান) নিয়ে গঠিত সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছু বলা হয়নি।

৭। মানুষের বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন জীবনের চারটি উপাদান হোল.....
.....
.....

নৈতিক দিক ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ নৈতিক মনোনয়নের ক্ষেত্রে বিবেক এবং ইচ্ছার কাজগুলি কি, এ সম্পর্কে সত্য উক্তিগুলি সনাক্ত করতে পারা।

আমাদের অশরীরী সত্তার বিচার বুদ্ধিগত যে গুণগুলি সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র অধ্যয়ন করলাম সেগুলি আমাদেরকে ন্যায় অথবা অন্যায় কাজের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। আমাদের বুদ্ধি দ্বারা আমরা ন্যায় অন্যায় এই উভয় প্রকার বিষয় জানতে সক্ষম হই। আমাদের আবেগ আমাদেরকে এক দিকে বা অপর দিকে চলতে অনুরোধ করে এবং আমাদের ইচ্ছাশক্তি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু চতুর্থ উপাদান, অর্থাৎ আমাদের বিবেক ব্যতীত কোন নৈতিক কাজ সাধিত হতে পারে না।

আমাদের বিবেককে "অন্তরের রব" বলে বর্ণনা করা যায়, যা বিশেষ বিশেষ কাজের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের নৈতিক আইন প্রয়োগ করে ও আমাদেরকে তার বাধ্য হতে অনুরোধ করে। এই নৈতিক ক্ষমতার প্রকৃতি আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝবার জন্য আমরা এখন **বিবেক** এবং **ইচ্ছা শক্তি** এবং আমাদের কাজের সাথে এদের সম্পর্ক আলোচনা করব।

বিবেক ঃ

আমরা দেখেছি যে, বিবেক আমাদের মনোভাব এবং কাজের সাথে সম্পর্কিত। বিবেকের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সন্তোষ জনক কিম্বা তাঁর অসন্তোষ জনক বিভিন্ন মনোভাবের মধ্যে উপযুক্ত বিচার করতে সক্ষম হই। ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মধ্যে আমাদের কাছে জীবন যাপনের সন্তোষ জনক মানদণ্ড প্রকাশ করেছেন। আমরা ঐশ্বরিক সত্য সম্পর্কে যে শিক্ষা এবং এর ব্যবহারিক প্রয়োগের যে উদাহরণ লাভ করি তা আমাদের কিভাবে জীবন যাপন করা উচিৎ তা বুঝতে সাহায্য করে। এইরূপে ঈশ্বরের বাক্যে প্রকাশিত তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কে

আমরা যা জানি এবং এই সত্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করা সম্পর্কে আমরা যা শিখেছি তার ভিত্তিতেই আমাদের বিবেক কাজ করে।

আমাদের মধ্যে যে সব মনোভাব রূপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে অথবা আমরা যে সমস্ত কাজ করতে উদ্যত হয়েছি সেগুলি ন্যায় কি অন্যায় সে বিষয়ে বিবেক আমাদের সতর্ক করে বা উপদেশ দেয়। প্রেরিত পৌল এর উদাহরণ দিয়েছেন যখন তিনি সেই লোকদের কথা বলেছেন যাদের "আচার-ব্যবহারে এটাই দেখা যায় যে, আইন-কানুন মতে যা করা উচিৎ তা তাদের অন্তরেই লেখা আছে। তাদের বিবেকও সেই একই সাক্ষ্য দেয়। তাদের চিন্তা কোন কোন সময় তাদের দোষী করে, আবার কোন কোন সময় তাদের পক্ষেও থাকে" (রোমীয় ২ ঃ ১৫)।

উদাহরণ স্বরূপ, খ্রীষ্টিয়ান ব্যবসায়ী জেরোমের কথা ধরুন, তিনি একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমস্যার সম্মুখীন ঃ "আমি কি ব্যবসার খাতিরে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে কুৎসিত আমোদ প্রমোদে পূর্ণ কোন এক স্থানে ডিনারে যোগদান করব? অথবা আমি কি আমার এই বিশ্বাসে স্থির থাকব যে, ঐ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা অন্যায় হবে, যদিও এজন্য আমাকে একটা ব্যবসায়ী লেনদেন হারাতে হতে পারে?"

ঈশ্বরের বাক্যই জেরোমের আদর্শ। ভুল সংসর্গ সম্বন্ধে ঈশ্বরের বাক্য কি বলে তা সে জানে (২ করিন্থীয় ৭ ঃ ১; ১ করিন্থীয় ১৫ ঃ ৩৩)। ঈশ্বরের বাক্যের পরিপন্থী বলে তার বিবেক **সাক্ষ্য** দেয় যে ঐ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা অন্যায়। তা ঈশ্বর অভিপ্রেত পথে আচরণ করার বাধ্য-বাধকতার কথাও তাকে **স্মরণ করিয়ে দেয়**। এইরূপে জেরোমের বিবেক ঈশ্বরের বাক্যের ভিত্তিতে ন্যায়-অন্যায় কাজের পার্থক্য বিচার করে। জেরোম একজন খ্রীষ্টিয়ান বলে পবিত্র আত্মার প্রভাবে তার বিবেক তার কাছে কথা বলে।

জেরোম যদি তার বিবেকের সাক্ষ্য এবং তার নৈতিক দায়িত্ব অবহেলা করে তাহলে সে লজ্জা ও অনুশোচনা বোধ করবে এবং তার

কাজের পরিণতির ভয় করবে। প্রলোভনের কাছে নতি স্বীকার করলে তা এক ব্যর্থতার অনুভূতি নিয়ে আসে—তা হোল ঈশ্বরের আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপনের ব্যর্থতার অনুভূতি। লজ্জা, অনুশোচনা, এবং ভীতি, ব্যর্থতার সাথে সংশ্লিস্ট এই অনুভূতিগুলি হচ্ছে, আবেগের উপাদান, বিবেকের উপাদান নয়। তাই, বিবেক আমাদের মানসিক মনোভাব ও আমাদের আচরণের বিচারক হিসেবে কাজ করে।

৮। কোন একজন খ্রীষ্টিয়ান তার বিবেকের অবাধ্য হলে তার মনে তিনটি অনুভূতি জাগে ঃ ....

অন্তরের এই উপদেষ্টা বা 'রব' দিয়ে ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন বলে এই বিবেক সম্বন্ধে কি করা যায় এবং এর সীমাবদ্ধতা-গুলি কি কি সে বিষয়ে আমাদের আরও ভাল করে বুঝা উচিৎ। 'বুদ্ধির মত আমাদের বৃদ্ধি ও পরিপক্কতার সাথে সাথে বিবেকেরও বিকাশ ঘটে। আমরা যখন আমাদের বিভিন্ন দায়িত্ব বুঝতে শিখি তখন আমরা আমাদের কাজের পরিণতি বুঝতে শুরু করি। দ্বিতীয়তঃ বাইবেলে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে বিবেক অশুচি, দুষিত (বা নোংরা) এবং অসাড় হয়ে যেতে পারে ঃ

> প্রতিমা-পূজার অভ্যাস ছিল বলে প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাবার এখনও পর্যন্ত কেউ কেউ সেই হিসাবেই খেয়ে থাকে। তাতে **তাদের বিবেক দুর্বল বলে অশুচি** হয় (১ করিন্থীয় ৮ ঃ ৭)।
>
> যাদের অন্তর শুচি তাদের কাছে সব কিছুই শুচি, কিন্তু যাদের অন্তর নোংরা ও যারা অবিশ্বাসী, তাদের কাছে কিছুই শুচি নয়; এমন কি, তাদের **মন ও বিবেক পর্যন্ত নোংরা** (তীত ১ ঃ ১৫)। **বিবেক অসাড় হয়ে গেছে** এমন সব মিথ্যাবাদি লোকদের ভণ্ডামীর জন্য এই রকম হবে (১ তীমথিয় ৪ ঃ ২)।

এই শাস্ত্রাংশগুলি থেকে এই ইংগিত পাওয়া যায় যে, খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনে অসতর্কতা, বিবেকের রবকে অবহেলা করা, এবং

বিশ্বাস পরিত্যাগ করা, ইত্যাদির ফলে ঈশ্বর প্রদত্ত বিবেকের কাজ নিষ্ফল হতে পারে। তথাপি বিবেক ধ্বংস করা যায় এমন কোন ইংগিত বাইবেলে নেই।

তৃতীয়তঃ বিবেক **অভ্রান্ত** (ভুল শূন্য বা নিখুঁত) নয়। অর্থাৎ এর হাতে ভুল মানদণ্ড তুলে দিলে তা কোন ব্যক্তিকে ভুল পথে চালিত করতে পারে। প্রেরিত পৌল দম্মেশক সড়কে তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার আগে তার ভুল আচরণ সম্পর্কে অত্যন্ত **বিবেকবান** ছিলেন। তিনি **মনে করতেন যে তিনি বুঝি সঠিক কাজই করছেন।** তার উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং নিখুঁত চরিত্র প্রশংসনীয় হলেও তার কাজ ছিল অত্যন্ত বেদনা-দায়ক। তার বিচার-বুদ্ধি পুরাতন নিয়মের ভুল অর্থ গ্রহণ করেছিল বলে তার বিবেক ঐ ভুল অর্থের ভিত্তিতেই সাক্ষ্য দান করেছিল, আর সেটাই তাকে বিপথে নিয়ে গিয়েছিল (প্রেরিত ৯ অধ্যায় দেখুন)।

বিবেক আমাদের কার্যাবলী ও মনোভাবের বিচার করে এই বিষয়গুলির ভিত্তিতে ঃ

১। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান।
২। ঈশ্বরের প্রকাশিত ইচ্ছা।
৩। তাঁর প্রদত্ত আমাদের নৈতিক সচেতনতা।
৪। আমাদের প্রাপ্ত শিক্ষা (বিবেককে যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে)।
৫। আমাদের গৃহীত সামাজিক মানদণ্ড।

আমরা জানি যে আমরা ঈশ্বরের কাছে দায়ী। কিন্তু পাপ এবং ঈশ্বরের আদর্শ অগ্রাহ্য করবার কারণে সামাজিক মানদণ্ড সর্বদা এক নয়। তাই বিবেকের **একমাত্র মানদণ্ডই ঈশ্বরের গ্রহণ যোগ্য পবিত্র আত্মা প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী ঈশ্বরের বাক্যের উপরেই যার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।**

৯। প্রতিটি সত্য উক্তিতে টিক চিহ্ন দিন।

ক) আমরা কোন একটি স্বীকৃত মানদণ্ড অনুসারে দায়িত্বপূর্ণ জীবন যাপন করছি কিনা বিবেক আমাদের তা বলে দেয়।

খ) খ্রীষ্টিয়ানেরা সাধারণতঃ সামাজিক মানদণ্ডের দ্বারা ন্যায়-অন্যায় নির্ণয় করতে পারেন।

গ) যে মানদণ্ডের উপরে বিবেকের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত বিবেক সর্বদা তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ঘ) ঈশ্বরের বাক্যে উপরে যদি বিবেকের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তা অশুচি, নোংরা অথবা অসাড় হতে পারে না।

ঙ) একজন খ্রীষ্টিয়ান ন্যায়-অন্যায় কাজের কি অর্থ করে তার দ্বারাই প্রধানতঃ তার বিবেক রূপ লাভ করে।

চ) অনবরত অবহেলিত হলে বিবেক অশুচি, নোংরা এবং অসাড় হয়ে যেতে পারে।

ছ) কোন ব্যক্তি যদি বারবার তার বিবেকের চেতনার পরিপন্থী কাজ করতে থাকে তাহলে তার বিবেক ধ্বংস হতে পারে।

ইচ্ছা-শক্তি ঃ

ইচ্ছা-শক্তি হচ্ছে আমাদের সেই ক্ষমতা যার দ্বারা আমরা সম্ভাব্য বিভিন্ন কর্ম-পন্থাগুলির মধ্য থেকে কোন একটিকে বেছে লই। যে কোন সম্ভাব্য কাজ সম্পর্কে আমাদের অনুভূতি প্রকাশ করবার আগে ঐ কাজটি সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে। তারপর আমাদের জ্ঞান ও অনুভূতির উপরে ভিত্তি করে ইচ্ছা-শক্তির একটি কাজ হিসেবে কোন একটি বিশেষ কর্মপন্থা মনোনীত করতে পারি। আমরা আমাদের স্বভাব বা প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যে কোন কিছু করতে স্থির করতে পারি। আমরা দৌড়াতে ইচ্ছা করতে পারি, কিন্তু জলের মধ্যে মাছের মত বাস করবার ইচ্ছা আমরা করতে পারি না। দৌড়ানো মানুষের স্বভাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, জলের নীচে বাস করা তা নয়। আর আগামী পাঠে আমরা দেখতে পাব যে পাপ হেতু মানুষ সীমাবদ্ধ, যার ফলে ধার্মিক হওয়ার **ইচ্ছা করেই** সে তার নৈতিক অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে না।

তাহলে, কি ইচ্ছা শক্তিকে প্রভাবিত করে? তা কি সম্পূর্ণরূপে মানুষের অথবা ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন? কোন প্রক্রিয়ায় আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি? আরও পূর্ণরূপে মানুষের স্বভাব অধ্যয়নের সাথে সাথে এখন আমরা এই বিষয়গুলি সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করব।

মানুষ সৃষ্টি করবার সময়ে ঈশ্বর তাকে পছন্দ-অপছন্দ করবার ক্ষমতা দিয়েছিলেন ঃ তাকে পাপ করবার অথবা পাপ না করবার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। ঈশ্বর তাকে এদন উদ্যানে রেখেছিলেন এবং ঈশ্বরের সাথে তার সহভাগিতা রক্ষা করবার শর্তাবলী উল্লেখ করেছিলেন ঃ

> আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও; কিন্তু সদসদ-জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ, তাহার ফল ভোজন করিও না, কেননা যে দিন তাহার ফল খাইবে, সেই দিন মরিবেই মরিবে (আদি ২ ঃ ১৬)।

আদম সদাপ্রভুর এই নির্দেশের প্রতি কিরূপে সাড়া দিয়েছিলেন? সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া সম্ভবতঃ এই পথ অনুসরণ করেছিল ঃ

১। আদমের **বুদ্ধি** বা মস্তিষ্ক ঈশ্বরের মানদণ্ড গ্রহণ করেছিল। ঈশ্বরের বক্তব্য আদম বুঝেছিলেন।

২। তার **আবেগ** ঈশ্বরের কথার ন্যায্যতা সম্পর্কে সম্মতি দান করেছিল। মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং সার্বভৌম প্রভু হিসেবে এই মানদণ্ড আরোপের অধিকার ঈশ্বরের ছিল।

৩। তার **ইচ্ছা** শক্তি শয়তানের উত্থাপিত প্রলোভন গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যান করবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত হয় (আদি ৩ ঃ ৪৬)।

৪। এই সংকট কালে আদমের **বিবেক** ঈশ্বরের মানদণ্ডের পরিপন্থী কাজ করবার পরিণতিগুলির পরিমাপ করে দেখে।

৫। আদম তার **ইচ্ছা শক্তির একটি কাজের দ্বারা** প্রলোভনের কাছে নতি স্বীকার করেন।

এইরূপে আদম স্বেচ্ছাকৃত ভাবে ঈশ্বরের বাক্যের অবাধ্য হয়ে এর আবশ্যম্ভাবী পরিণতি ভোগ করেছিলেন। তার বিবেক তাকে দোষী করেছিল, তাকে দেখিয়ে দিয়েছিল যে সে ঈশ্বরের আদেশ পালনে ব্যর্থ হয়েছে। তার অবাধ্যতার কাজ তার নির্দোষিতা হরণ করে নিয়েছিল (আদি ৩ ঃ ৭-১০) বলে তার মন লজ্জা ও অনুশোচনায় ভরে গিয়েছিল। এখন তার স্বভাব পাপ-দুষ্ট। সে নির্দোষ অবস্থা থেকে পাপাবস্থার মধ্যে পতিত হয়েছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে আদমের পতনের পরে মানুষ তার পাপ স্বভাবের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। সে ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়া ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি বাধ্য হওয়ার ইচ্ছা করতে পারে না। প্রেরিত পৌল বলেন, "আমি জানি, আমার মধ্যে, অর্থাৎ আমার পাপ-স্বভাবের মধ্যে, ভাল বলে কিছু নেই। যা সত্যিই ভাল তা করবার আমার ইচ্ছা আছে, কিন্তু শক্তি নেই" (রোমীয় ৭ ঃ ১৮)।

ঈশ্বর কিন্তু মানুষকে তার পাপাবস্থার মধ্যে রেখে সন্তুষ্ট নন। পথভ্রষ্ট মানুষের কাছে তিনি তাঁর দয়ার হস্ত প্রসারিত করেন, তাকে পাপ থেকে মন ফিরিয়ে তার দেওয়া পরিত্রাণ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান (তীত ২ ঃ ১১)। এখানে পবিত্র আত্মা প্রবর্তকের ভূমিকা নেন এবং ঈশ্বরের প্রতি ফিরবার জন্য মানুষের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করেন (ফিলিপীয় ২ ঃ ১৩)। যারা ফিরে আসে তারা ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার লাভ করে (যোহন ১ ঃ ১২)।

ঈশ্বর যদিও পতিত মানুষের উদ্দেশে তাঁর অনুগ্রহের হাত বাড়ান এবং খ্রীষ্টকে তার ত্রাণকর্তা রূপে গ্রহণ করবার সুযোগ দেন। কিন্তু এর জন্য তিনি মানুষের উপর জোর খাটান না। তার ইচ্ছা শক্তির একটি কাজ হিসেবে মানুষ এই দান গ্রহণ ক'রে ঈশ্বরের একজন সন্তান হতে পারে, কিম্বা তা প্রত্যাখ্যান করে ঈশ্বরের দণ্ডাধীন থাকতে পারে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে সে স্বাধীন। এই প্রক্রিয়ায় ঈশ্বর এবং মানুষ উভয়ের ইচ্ছাই জড়িত (তীত ২ ঃ ১১-১২, যোহন ৭ ঃ ১৭)।

১০। ডান পাশের শাস্ত্রাংশগুলির সাথে বাম পাশের বিবৃতিগুলির মিল দেখান।

...ক) ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের পাপচার এবং জাগতিক কামনা-বাসনার প্রতি 'না' বলতে শেখায়।	১। যোহন ৭ ঃ ১৭ ২। ফিলিপীয় ২ ঃ ১৩ ৩। তীত ২ ঃ ১১-১২
..খ) ঈশ্বর আপনার অন্তরে কাজ করে আপনাকে তার সন্তোষজনক পথে কাজ করবার ইচ্ছা দেন ও তদনুযায়ী কাজে চালিত করেন।	৪। রোমীয় ৭ ঃ ১৮
..গ) কেউ যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা সাধন করতে স্থির করে, তাহলে তাকে জানতে হবে .. শিক্ষা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসছে কিনা।	
...ঘ) আমার ভাল কাজ করবার ইচ্ছা আছে কিন্তু তা করবার ক্ষমতা নাই।	

১১। যে প্রক্রিয়াটি কার্যে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে চালিত করে তার মধ্যে আমরা মানুষের সকল বিচার-বুদ্ধি সংক্রান্ত সামর্থ্য গুলির কাজ দেখতে পাই। নীচের বাক্যগুলি পূর্ণ করে এই প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করুন।

ক) বুদ্ধি .....

খ) আবেগ .....

গ) বিবেক .....

ঘ) ইচ্ছা শক্তি .....

নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে যদিও আমাদের বিচার বুদ্ধিগত মনোবৃত্তি বা সামর্থ্যগুলি জড়িত, তবুও আমাদের মন যতক্ষণ পবিত্র আত্মার ইচ্ছা-পূরণের প্রতি স্থির থাকে, ততক্ষণ পবিত্র আত্মা, আমরা যেন ভাল কাজ করি সেজন্য প্রত্যক্ষভাবে আমাদের প্রভাবিত করেন (রোমীয় ৮, ৫-৯, ১২-১৪ দেখুন), তিনি আমাদের অন্তরে কাজ করে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি

বাসনা জাগান (ফিলিপীয় ২ ঃ ১৩)। পবিত্র আত্মার মধ্যে দিয়ে জীবন যাপন করা ও তার পবিচালনায় চলতে শেখার ফলে আমরা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে খ্রীষ্টিয় পরিক্কতার দিকে আগাতে থাকি (গালাতীয় ৫ ঃ ১৬-১৮, ২৫)।

মানুষের অমরত্ব ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ অমরত্বের ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে এবং মানুষের দৈহিক মৃত্যুর পরে কি ঘটে তা বলতে পারা।

মৃত্যুর সময় মানুষের কি ঘটে? মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আমরা অনেক কিছুই জানি না, কিন্তু বাইবেলে আমরা যে শিক্ষা পাই তা আমাদের দেখায় যে মৃত্যুর পরে **জীবন আছে।**

দেহের ক্রিয়া বন্ধ হলে যা ঘটে তাকেই দৈহিক মৃত্যু বলা হয়। দেহ ক্ষয় পেয়ে ধূলায় মিশে যায় (আদি ৩ ঃ ১৯ পদ দেখুন)। কিন্তু বাইবেলে যাকে প্রাণ বা আত্মা বলা হয়েছে, মানুষের সেই অবস্তুগত অংশ তার অস্তিত্ব বজায় রাখে শাস্ত্রে এর অনেক নিদর্শন আছে ঃ

লূক ২৩ ঃ ৪৩ ঃ "যীশু তাকে বললেন, 'আমি তোমাকে সত্যি বলছি, তুমি আজকেই আমার সঙ্গে পরম দেশে উপস্থিত হবে।'"

২ করিন্থীয় ৫ ঃ ৮ ঃ 'আমরা দেহের ঘর থেকে দূর হয়ে প্রভুর সঙ্গে বাস করাই ভাল মনে করি।"

ফিলিপীয় ১ ঃ ২২-২৩ ঃ "যদি আমি বেঁচেই থাকি তবে সেটা আমাকে এমন একটা কাজের সুযোগ দেবে যাতে যথেষ্ট ফল হয়। ..... দুদিকই আমাকে টানছে। আমি মরে গিয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকতে চাই, কারণ সেটা অনেক ভাল।"

যোহন ৫ ঃ ২৪ ঃ "আমার কথা যে শোনে এবং আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁকে বিশ্বাস করে, সে তখনই অনন্ত জীবন পায়। ..... সে তো মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়ে গেছে।"

আদম পাপ করলে পরে তার উপরে যে অভিশাপ নেমে এসেছিল মানুষের দৈহিক মৃত্যু ছিল তারই অংশ ঃ "……তুমি ধূলি, এবং ধূলিতে প্রতিগমন করিবে" (আদি ৩ ঃ ১৯)। মৃত্যুর সময় যদিও বস্তু ও অবস্তু উপাদানে গঠিত এক পূর্ণ সত্তা হিসেবে মানুষের অস্তিত্বের অবসান ঘটে তথাপি তার একটি গৌরব ময় আশা আছে, তা হল খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন। তখন সে এক গৌরবময় রূপান্তরিত দেহ লাভ করবে। যীশু আমাদের পাপের জন্য মৃত্যু বরণ এবং পরে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করবার দ্বারা আমাদের পুনরুত্থানকে নিশ্চিত করেছেন। ১ করিন্থীয় ১৫ ঃ ৪২-৪৯ পদে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

> মৃতদের জীবিত হয়ে ওঠাও ঠিক সেই রকম। দেহ কবর দিলে পর তা নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু সেই দেহ এমন অবস্থায় জীবিত করে তোলা হবে যা আর কখনও নষ্ট হবে না। তা অসম্মানের সঙ্গে মাটিতে দেওয়া হয়, কিন্তু সম্মানের সঙ্গে উঠানো হবে; দুর্বল অবস্থায় মাটিতে দেওয়া হয়, কিন্তু শক্তিতে উঠানো হবে, সাধারণ দেহ মাটিতে দেওয়া হয়, কিন্তু অসাধারণ দেহ উঠানো হবে। যখন সাধারণ দেহ আছে তখন অসাধারণ দেহ ও আছে। শাস্ত্রে এভাবে লেখা আছে, 'প্রথম মানুষ আদম জীবন্ত প্রাণী হলেন।" আর শেষ আদম (খ্রীষ্ট) জীবন দায়ী আত্মা হলেন। ……আমরা যেমন সেই মাটির মানুষের মত হয়েছি, ঠিক তেমনি সেই স্বর্গের মানুষের মত ও হব।

অপর পক্ষে, কোন একজন অননুপ্ত পাপী মারা গেলে তার প্রাণ পাতাল বা নরক নামে পরিচিত এক ভয়ানক কষ্টের স্থানে তার সজ্ঞান অস্তিত্ব বজায় রাখে। যীশুর বলা লাসার এবং ধনী ব্যক্তির কাহিনীতে আমরা এর খানিকটা আভাষ পাই (লূক ১৬ ঃ ১৯-২৪)। পাতালে বসে যীশুর বলা সেই ধনী লোকটি চিন্তা করতে, স্মরণ করতে, কথা বলতে এবং অনুভব করতে পেরেছে। তার আত্মা সচেতনতা ও অটুট ছিল।

এইরূপে আমরা দেখি যে, ঈশ্বর মানুষকে এক অমর সত্তা রূপে সৃষ্টি করেছিলেন। যারা খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত সাধনের কাজ গ্রহণ করেছেন

আর যারা তাঁর সেবা করেন ও তাঁর প্রতি বাধ্য, এটি তাদের জন্য এক গৌরবময় প্রত্যাশা। বিশ্বাসীরা যখন মারা যান, তখন তাদের প্রাণ অবিলম্বে প্রভুর কাছে উপস্থিত হয়। তাঁর দ্বিতীয় আগমণ কালে তাদের নশ্বর দেহকে উঠানো হবে আর সেগুলি এক রূপান্তরিত গৌরবময় দেহ লাভ করবে (১ করিন্থীয় ১৫ ঃ ৫০-৩৭)। সেদিনটি হবে এক মহা-গৌরবের দিন। কিন্তু অবিশ্বাসী ব্যক্তি প্রভুর কাছ থেকে দূরে অনন্ত দণ্ড ও যাতনা ভোগ করবে (প্রকাশিত বাক্য ২০ ঃ ৭-১০ দ্রষ্টব্য)।

১২। পূর্ববর্তী আলোচনার উপর ভিত্তি করে আপনার নোট খাতায় নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

ক) মৃত্যু হলে পর দেহের কি হয় ?
খ) মৃত্যু হলে পর প্রাণ বা আত্মার কি হয়।
গ) খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমণকালে বিশ্বাসীদের কি হবে ?
ঘ) যারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে না তাদের অনন্ত পরিণতি কি ?
ঙ) "মানুষ এক অমর সত্তা"—এই উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

পরীক্ষা

বাছাই ঃ নির্ভুল উত্তরটিতে টিক চিহ্ন দিন।

১। মানুষের সৃষ্টি সম্বন্ধে বাইবেলের মত হচ্ছে এই যে,—
ক) ঈশ্বর এক বিশেষ সময়ে যে বহু জীবিত সত্তা সৃষ্টি করেছিলেন মানুষ তাদেরই মধ্যে একটি।
খ) মানুষ ঈশ্বরের এক অসাধারণ সৃষ্টি, সে অন্য সকল সৃষ্ট জীবদের উপরে. এবং সে ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রাপ্ত।
গ) মানুষ সময়ের স্রোতে বিবর্তনের দ্বারা নিম্নতর জীব থেকে ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে উদ্ভূত হয়েছে এবং সৃষ্টির উপরে নিয়ন্ত্রণ করায়ত্ত করেছে।

২। আমরা যখন বলি মানুষকে **ঈশ্বরের সাদৃশ্যে** সৃষ্টি করা হয়েছে. তখন আমরা বুঝি যে,—
ক) সে সব দিক দিয়ে হুবাহু ঈশ্বরের মত।
খ) এখন ঈশ্বরের সাথে তার সীমাবদ্ধ সাদৃশ্য বর্তমান, কিন্তু শেষ কালে

সে হুবহু ঈশ্বরের মত হয়ে তাঁরই মত অসীম ক্ষমতাও কর্তৃত্বের অধিকারী হবে।

গ) তার ব্যক্তিত্ব, নৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা এবং শাসন করবার ক্ষমতা ঈশ্বরের মত।

৩। মানুষ গঠিত

ক) বস্তু ও অবস্তু এই উভয় উপাদানে।

খ) একটি দেহ যা মৃত্যুর পরে ধ্বংস হয়ে যায়, এবং একটি প্রাণ দ্বারা যা মরে যায়, কিন্তু শেষ বিচারের দিন যা পুনরুজ্জীবিত করা হবে

গ) একটি দেহ—যা মন্দ, এবং একটি অবস্তু উপাদান দ্বারা-যা ভাল।

৪। কোন কোন পণ্ডিতের দৃষ্টিতে জৈব জীবনের মূল উপাদান স্বরূপ মানুষের অবস্তু উপাদানটি হচ্ছে—

ক) দেহ। গ) আত্মা।

খ) প্রাণ। ঘ) জীবন বায়ু।

৫। **প্রাণ, আত্মা, জীবনবায়ু,** এবং **বিবেক**—এই বিশেষণ গুলির সব ক'টিই বাইবেলে ব্যবহৃত হয়েছে মানুষের।

ক) বস্তু সত্তা বুঝাতে। গ) ব্যক্তিত্ব বুঝাতে।

খ) অবস্তু সত্তা বুঝাতে। ঘ) দেহ বুঝাতে।

৬। নীচের বিবৃতিগুলির মধ্যে কোনগুলি এক বুদ্ধি সম্পন্ন সত্তা হিসেবে মানুষের উপাদানগুলি সম্বন্ধে সত্য ?

ক) বুদ্ধি কোন ব্যক্তিকে বুঝাবার ও যুক্তি বিচার করবার সামর্থ্য দেয়।

খ) আবেগ কোন ব্যক্তিকে অনুভব করবার এবং সে যা জানে তার দ্বারা প্রভাবিত হবার সামর্থ্য দেয়।

গ) বিবেক ন্যায়-অন্যায়ের একটি মান দণ্ডের ভিত্তিতে কাজ অথবা মনোভাবের গতি প্রকৃতি বিচার করে।

ঘ) ইচ্ছা শক্তি হচ্ছে সেই সামর্থ্য যার ফলে কোন ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিতে ও কাজ করতে সক্ষম হয়।

৭। কোন একটি বিষয় যখন স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা হয় তখন সর্ব প্রথম—

ক) ইচ্ছা শক্তি অবিলম্বে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

খ) একটি মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধি এর ভাল ও মন্দ বিষয়গুলি দেখিয়ে দেয়।

গ) আবেগ কোন ব্যক্তিকে এক পথে বা অন্য পথে কাজ করতে অনুরোধ করে।

ঘ) বিবেক অপরাধ বোধ ও অনুশোচনার জন্ম দেয়।

৮। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কোন ব্যক্তিকে প্রথমে অবশ্যই—

ক) আলোচ্য বিষয়টির সাথে সম্পর্কিত তথ্যাবলী বুঝতে হবে।

খ) তার সমাজের আদর্শের ভিত্তিতে করণীয় স্থির করতে হবে।

গ) তার অনুভূতি এবং তার সিদ্ধান্তের পরিণতি বিবেচনা করতে হবে।

৯। বিবেক হচ্ছে সেই উপাদান যা—

ক) কোন ব্যক্তির কামনা-বাসনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরোধ-জানায়।

খ) কোন ব্যক্তির আচার-আচরণের মানদণ্ডের ভিত্তিতে তার কাজ বিচার করে।

গ) কাজের সিদ্ধান্ত নেয়।

ঘ) কোন একটি কর্ম পন্থা মনোনীত করে।

১০। মানুষের ইচ্ছা শক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে, কারণ—

ক) তার ভাল কাজ করবার বাসনা।

খ) মানুষকে বিবেক তার কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশ করে।

গ) ঈশ্বরের অনুগ্রহ, যা পরিত্রাণ আনে ও ঈশ্বরের বাধ্য হওয়ার ক্ষমতা দেয়।

ঘ) ঈশ্বরের শাস্তি বা বিচারের ভয়।

১১। মানুষের অমরত্ব সম্পর্কে নীচের কোনটি সত্য?

ক) মানুষের দেহ এবং প্রাণ তাদের বর্তমান অবস্থাতেই অমর।

খ) মানুষের পার্থিব দেহ ক্ষয় প্রাপ্ত হবে, তা মরে যাবে, কিন্তু তার প্রাণ পরিপূর্ণ শান্তিতে চিরকাল বেঁচে থাকবে।

গ) মানুষের দেহের মৃত্যু হবে ; বিশ্বাসীর প্রাণ/আত্মা অবিলম্বে প্রভুর সামনে গিয়ে উপস্থিত হবে এবং দ্বিতীয় আগমনকালে সে এক পুনরুত্থিত গৌরবময় দেহ লাভ করবে। অবিশ্বাসী পাতাল অথবা নরকে অনন্ত যাতনা ভোগ করবে।

ঘ) পার্থিব দেহের মৃত্যু হলে মানুষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

শিক্ষামূলক প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

২। খ), গ), ঘ), এবং ঙ) এর বিবৃতিগুলিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

৭। বুদ্ধিগত উপাদান, ইচ্ছা শক্তি, আবেগগত উপাদান, এবং বিবেক।

১। ক) ঈশ্বর মানুষকে তার নিজ প্রতি মূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন।
খ) ঈশ্বর স্ত্রী-পুরুষ করে, নিজের সাদৃশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।
গ) ঈশ্বর মানব জাতি সৃষ্টি করেছেন।
ঘ) ঈশ্বর মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তৈরী করেছেন।
ঙ) ঈশ্বর পৃথিবীর উপরে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।
চ) সদাপ্রভুই আমাদের নির্মাণ করেছেন।
ছ) মানুষকে ঈশ্বরের সাদৃশ্যে তৈরী করা হয়েছে।

৮। লজ্জা, অনুশোচনা এবং ভীতি।

৩। ক) সামাজিক প্রকৃতি।
খ) নৈতিক সাদৃশ্য।
গ) বিচার-বুদ্ধি সম্পন্নতা।
ঘ) আত্মা-সচেতনতা।
ঙ) ব্যক্তিত্ব।
চ) শাসন করবার ক্ষমতা।
ছ) নৈতিক সাদৃশ্য।

৯। ক) সত্য।
খ) মিথ্যা।
গ) সত্য।

ঘ) মিথ্যা।

ঙ) মিথ্যা। (পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের বাক্যের অর্থ ব্যাখ্যা করেন আর এই ঈশ্বরের বাক্য দ্বারাই বিবেক রূপলাভ করে।

চ) সত্য।

ছ) মিথ্যা।

৪। ক) ১) ও ৪) আদি ১ঃ ২৭, ৩১; গীতসংহিতা ১৩৯ঃ ১৩-১৬

খ) ৫) ইব্রীয় ২ঃ ১৪-১৫, ১৭-১৮

গ) ৯) ১ করিন্থীয় ১২ঃ ১২-২৭

ঘ) ৩) ১ করিন্থীয় ৬ঃ ১৫, ১৯-২০

ঙ) ৮) ও ৬) রোমীয় ৮ঃ ২৩; ১ করিন্থীয় ৬ঃ ১৪

চ) ২) রোমীয় ১২ঃ ১

ছ) ৭) ফিলিপীয় ৩ঃ ২০-২১

১০। ক) ৩) তীত ২ঃ ১১-১২ গ) ১) যোহন ৭ঃ ১৭

খ) ২) ফিলিপীয় ২ঃ ১৩ ঘ) ৪) রোমীয় ৭ঃ ১৮

৫। ক) প্রাণবায়ু (একটি উপাদান)।

খ) প্রাণ (একটি উপাদান)।

গ) আত্মা (একটি উপাদান)।

ঘ) প্রাণ ও আত্মা (দুটি উপাদান)।

ঙ) প্রাণ ও আত্মা (দুটি উপাদান)।

১১। আপনার উত্তর এই ধরণের হওয়া উচিৎ ঃ

ক) কি কি বিষয় জড়িত; অথবা কি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ তা উপলব্ধি করে।

খ) এক কর্ম-পন্থা বা অন্য কর্ম-পন্থা গ্রহণের অনুরোধ করে।

গ) কোন ব্যক্তির নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত কর্ম-পন্থা গুলির বিচার করে।

ঘ) সিদ্ধান্ত স্থির করে।

৬। ঙ) মানুষের প্রকৃতি বর্ণনার জন্য বাইবেলে দেহ, প্রাণ, আত্মা···

১২। আপনার উত্তর এই ধরণের হওয়া উচিৎ ঃ

ক) তা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও পুনরায় পৃথিবীর ধূলিতে মিশে যায়।

খ) খ্রীষ্টিয়ান অবিলম্বে প্রভুর সঙ্গে থাকবার জন্য স্বর্গে গিয়ে উপস্থিত হয়। অবিশ্বাসী পাতাল বা নরকে যাতনা ভোগ করে।

গ) তাদের নশ্বর দেহ পুনরুত্থিত হবে এবং তা অবিনশ্বর মহিমা-প্রাপ্ত দেহে রূপান্তরিত হবে।

ঘ) ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে অনন্ত দণ্ড ও যন্ত্রণা ভোগ করবে।

ঙ) ঈশ্বর মানুষকে এক বস্তু/অবস্তু গত সত্তারূপে সৃষ্টি করেছেন যার প্রাণ/আত্মা কখন ও মরবে না। সে হয় অনন্তকাল প্রভুর সঙ্গে থাকবে, না হয় নরকে অনন্ত দণ্ড ভোগ করবে।